আবীর সিংহ’র সঙ্গে

কুশলকুমার বাগচী ও গৌতম সাহা

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

এই সময়ের অন্যতম বলিষ্ঠ তরুণ কবি আবীর সিংহ এপর্যন্ত অনেক কবিতাই লিখেছেন। অনেকেই তার কবিতা পড়ে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু এ পর্যন্ত তার কোন সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়নি। আমরা তার সাক্ষাৎকার নেওয়াটিকে জরী বলেই ভেবেছি। নিচের কুড়িটি প্রশ্নের উত্তরে আবীর সিংহ অকপট ও বাক্‌নিষ্ঠ। তার এই সাক্ষাৎকার বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন বলেই আমরা মনে করি।)

কুশল ঃ কবিতার সঙ্গে বেশ কিছুদিন আছো। আমরা অনেকের মুখেই কবিতার সংজ্ঞা পেয়েছি। কবিতা বলতে তুমি কি বোঝ?
আবীরঃ এ’বিষয়ে আমি শ্রদ্ধেয় দেবদাস আচার্যের দেওয়া কবিতার সংজ্ঞাটিই আবার বলতে চাই। ‘কবিতা হলো হৃদয় থেকে ছড়িয়ে পড়া আলো’।
গৌতমঃ ’৯৬ সালে সুবোধ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তুমি সুবোধদাকে প্রশ্ন করেছিলে ‘বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে সহজ এবং তরল এই দুটি শব্দকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে’-এবার আমি তোমাকে প্রশ্ন করি এ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?
আবীরঃ হ্যাঁ, একথা ঠিকই, এই দুটি শব্দকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। যা ‘সহজ’ তা-ই কিন্তু তরল নয়। বরং কোনো গভীরতম কথাকে সহজ করে বলাই কঠিনতম কাজ একজন কবি বা লেখকের পক্ষে।
কুশলঃ তোমাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি-তোমার প্রথম কবিতা লেখার শুরু কিভাবে? আমি জানতে চাইছি তোমাকে এগিয়ে দেওয়ার পিছনে কোন কোন পত্রিকার ভূমিকা ছিল?
আবীরঃ আমার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ‘প্রচ্ছায়া’ পত্রিকায় ১৯৯৩-তে। কিন্তু এই পর্বে ‘ফিনিক্স’ সম্পাদক গৌতম সাহারসাহায্য কখনো ভূলবো না। আরো অনেকেই এই সময় সাহায্য করেছেন, তবে ‘কবিতা পাক্ষিক’ আমাকে মূল স্রোতে পরিচিতি দিতে যা সাহায্য করেছে তা ভোলার নয়। অন্যদেরও ধন্যবাদ।
গৌতমঃ আবীর, অনেক কবিতাতেই তুমি তোমার ‘দিদি’র কথা বলেছো। আমরা পাঠকেরা সেই দিদি সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।
আবীরঃ হ্যাঁ, দিদি’র কথা বলেছি কয়েকটি কবিতায়। বিশেষ করে একটি দীর্ঘ কবিতায়, যেটির প্রশংসা মল্লিকা সেনগুপ্ত, জয় গোস্বামী, প্রভাত চৌধুরী প্রভৃতি গুণীজন তো বটেই, বহু অচেনা ব্যক্তিও করেছিলেন। কৃতজ্ঞতায় স্নাত। গৌতম, তুমি জানো, আমাদের পরিবারের একটা আর্থিকভাবে খারাপ অতীত আছে। বড়দি-ই এই সময়টা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সে ঋণ কয়েকজন্মেও শোধ হবে না।
কুশলঃ ‘রাত্রি কুড়িয়ে কুড়িয়ে’ বইতে তোমার যে দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বল।
আবীরঃ ঐ লেখাটি বেরোনর পর আমি যে তীব্র অভিনন্দন পাই তা অভাবনীয়। অগ্রজ কবিদের কথা তো আগেই বললাম, অনেক কবিবন্ধু যেমন রজতেন্দ্র, সামাব্রত, রোশনারা সবাই চিঠি দেয় আন্তরিকভাবেই। কেউ কেউ আবৃত্তিও করেন তখন। “আজকাল” কাগজে দান প্রশংসা বেরোয়। লেখাটি এক রাতের ভেতর, ঘোরের মধ্যে লেখা! কল্পনা ও বাস্তবে মাখামাখি...
গৌতমঃ ‘ফিনিক্স’ পত্রিকার একটি গদ্যে তুমি লিখেছিলে ‘আসলে কিছুই লিখিনা। অথবা যা লিখি, তা কোন লেখাই নয়। হয়তো দু’ একটা ছবি লিখি।” একে তুমি কিভাবে ব্যাখা করবে?
আবীরঃ সত্যিই তাই। তখনো পর্যন্ত আমি মূলত যা দেখতাম তা-ই লিখতাম। একটি ছবি হয়তো মাথায় গেঁথে গেলো - তা থেকেই একটা লেখা উঠে এলো। এখন কিন্তু গৌতম, আমি আর আগের বক্তব্যে দাঁড়িয়ে নেই।
কুশলঃ ছন্দ কি কবিতায় একান্তই জরী? ছন্দ বলতে আমি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্তের কথা জানতে চাইছি।
আবীরঃ হ্যাঁ; কুশল। ছন্দ কিছুটা জরী তো বটেই। একজন কবির ছাপার অক্ষরে জীবনে অন্তত কিছু লেখা ছন্দে লিখে যাওয়াটা জরী। তবে আমার ধারণা এই সময়টা মূলত গদ্যে লেখারই যুগ।
গৌতমঃ ‘মার্কস নয়, চাঁদ’ কাব্যগ্রন্থে তুমি পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছুটা সরে এসে তুমি তোমার কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করতে চেয়েছো। পবিত্র মুখোপাধ্যায় বইটির আলোচনায় লিখেছেন ‘উপলব্ধির অকৃত্রিম উপস্থাপনা আবীরের ভাষা ও শৈলীর স্বাতন্ত্র্য তৈরী করেছে।” আমরা তোমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।
আবীরঃ একদমই ঠিক বলেছো, আমি আগের দুটি বই থেকে নিজেকে একটা ধাক্কা মেরে তুলতে ছেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম, পেরেছি কি-না তা জানিনা। যদিও সামগ্রিকভাবে প্রতিত্রিয়াটা ভালো হয়নি। বেশীরভাগ লোকই বইটি অপছন্দ করেছেন।
কুশলঃ নববই দশকে যারা কবিতা লিখছে তাদের লেখালিখি তোমার কেমন লাগছে? কাদের কাদের কবিতা তোমার ভালো লাগছে?
আবীরঃ নববই দশকের কবিতা আমার ভালো লাগছে না কুশল। দু’তিন জনের লেখা ভালো লাগে, নাম না-ই বা বললাম। আমিবরং তার পরের দশক, অর্থাৎ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি। তোমরা কিন্তু এখন লিখছো বটে, তবে মূলতঃ পরিচিতি পাবে পরের দশেকের কবি বলেই।
গৌতমঃ হ্যাংরি জেনারেশনের কবিতা কি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে?
আবীরঃ না। হ্যাংরি জেনারেশন কোনো কবিতা আন্দোলনই নয়। ওটা এক ধরণের সমাজবিমুখ, কৃষ্টিবিমুখ, ঐতিহ্য বিমুখ তান্ডবলীলা যা শেষ হয়ে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের আব্রু বেঁচেছে।

কুশলঃ তোমার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ ‘অপর্ণা দাশগুপ্ত’। নীরাকে নিয়ে আমাদের কৌতূহলের সীমা নেই সেরকমই কৌতুহল অপর্ণাকে নিয়ে। অপর্ণার পরিচয় কিছু জানাবে?

আবীরঃ এই প্রশ্নটি আমাকে আরো কেউ কেউ করেছে। এই প্রথম উত্তরটা দিচ্ছি। অপর্ণা দাশগুপ্ত আসলে দুটি মেয়ে। অবাক হচ্ছো? হ্যাঁ; একটি মেয়ের নাম ছিলো অপর্ণা, অন্য একটি মেয়ের টাইটেল ছিলো দাশগুপ্ত। আমি শুধু এইটুকু বলবো। আর নয়।

গৌতমঃ “যতদূর জ্যোৎস্না পড়ে/সবাই সবার আত্মীয়”- একটি কবিতায় তুমি এরকমই লিখেছিলে। অতএব বোঝা যাচ্ছে কবিতার সঙ্গে তুমি দর্শনকে একাত্ম করেছো। দর্শন কবিতায় কতটা জরী?

আবীরঃ দর্শন কবিতার জরীতম বিষয়। যে কবিতায় দর্শন নেই হাজার প্রচারও তাকে চিরকাল বাঁচাতে পারবে না। পৃথিবীর সমস্ত মহৎ কবিতাতেই একটি সুস্পষ্ট দর্শন থাকে। থাকবেও।

কুশলঃ কবিতায় দর্শক বিভাজন সম্পর্কে তোমার কি মতামত?

আবীরঃ হ্যাঁ; আমি সমর্থন করি। আর কিছু না হোক, অন্তত কোন্ কবি কবি থেকে লিখতে আরম্ভ করেছেন-সেই বিষয়ে একটি ধারণা তোপাওয়া যায়। এছাড়াও কবিতার সামগ্রিক গতিপথটি সুস্পষ্ট হয়।

গৌতমঃ ‘বনামি’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল ‘রাত্রি কুড়িয়ে কুড়িয়ে’ বইতে তুমি একটি শব্দ ১০৩ বার ব্যবহার করেছিলে। কবিতায় একই শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে তোমার অভিমত কি?

আবীরঃ আমার ঠিক ধারণা নেই আমি সত্যিই ১০৩ বার ব্যবহার করেছিলাম কি না কোনো শব্দ! একটা কথা সবিনয়ে বলি, একহাজার তিনবার ব্যবহার করলেও একটি শব্দ তার ওজন ধরে রাখতে পারে শুধু দেখতে হবে কবি কিভাবে ব্যবহার করেছেন প্রতিবার।

কুশলঃ কবিরা যে সকলেই ঈশ্বর বিশ্বাস করেন এমন নয়। আলোকরঞ্জন ঈশ্বর বিশ্বাস করেন-আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। আমরা তোমার মত জানতে চাই?

আবীরঃ আমি কঠোরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী। বিজ্ঞান ও যুক্তির দিক থেকে এখনো পর্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাস না করার কোনো কারণ পাইনি। আরেকটা কথা। জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানীরা-আইনস্টাইন, নিউটন থেকে জগদীশচন্দ্র বসু, মাক্সপ্লাঙ্ক সকলেই কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী। দ’ুচার পাতা বিজ্ঞান পড়া যুক্তিবাদীরা অবশ্য ইদানীং বড্ড চেঁচাচ্ছেন। তাঁদের অন্ধতা দেখে হাসি পায়।

গৌতমঃ তুমি কবিতা লিখতে এসে এই ক’বছরেই বাংলা সাহিত্যে একটি জায়গা করে নিয়েছো। এটা তোমার সাফল্যের দিক। তোমার ব্যর্থতার দিক সম্পর্কে কিছু জানাও।

আবীরঃ অজস্র, অজস্র, ক’টা বলবো? আমি খুব ভালো Craftsman নই। আমি এখনো পর্যন্ত ছন্দে খুব বেশী লিখি নি। আমার লেখায় ‘মিথ’ এর ব্যবহার নেই। দীর্ঘ কবিতা লিখতে পারি না। এরকম অজস্র...

কুশলঃ তোমার এই পর্যন্ত চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে। নিরক্ষর চাঁদের আলোয়, রাত্রি কুড়িয়ে কুড়িয়ে, মার্কস নয়, চাঁদ ও অপর্ণা দাশগুপ্ত-- কোন কাব্যগ্রন্থের উপর তোমার বেশী দুর্বলতা কাজ করে?

আবীরঃ আমার দুর্বলতায় পাঠকদের কিছুই যায় আসে না। তবু তুমি জিগ্যেস করছে বলেই বলি, মার্কস নয়, চাঁদ অর্থাৎ তৃতীয় বইটির ওপর আমার দুর্বলতা প্রচন্ড। শ্রদ্ধেয় কবি-প্রাবন্ধিক সুজিত সরকার বা অর্ধেন্দু চক্রবর্তীও তাই মনে করেন। মানে ওঁরাও ঐ বইটির পছন্দ করেন।

গৌতমঃ এই সময় বেশ কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। কোন কোন পত্রিকা পড়ে তোমার আলাদা রকম মনে হয়? পত্রিকার সম্পূর্ণ ঠিকানা যদি জানা থাকে?

আবীরঃ এটা কিন্তু গৌতম বলা মুশকিল। একেক জনের কাছে একেক রকম। আমার কাছে ‘ফিনিক্স’, ‘অভিযান ২০দিনে’ অথবা ‘এবং সমুদ্র’ কাগজগুলির গুত্ব প্রচন্ড। তবে হ্যাঁ, ‘কবিকৃতি’ ‘কবিতা পাক্ষিক’ এবং ‘অনুবর্তন’ এই তিনটি কাগজও পড়া দরকার নিয়মিত।

কুশলঃ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনে কোন কোন কবিকে তুমি উল্লেখযোগ্য বলে মনে কর?

আবীরঃ কুশল, এটা খুব শক্ত প্রশ্ন করছো। এই স্বল্পপরিসরে বলা খুবই কঠিন। দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ।

গৌতমঃ কবিতায় বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক এইভাবে কাগজগুলিকে ভাগ করা কি ঠিক?

আবীরঃ হ্যাঁ, ঠিক। তবে কবিতা কিন্তু সবকিছুর উর্দ্ধে। কবিতা কখনো বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক হয় না। ভুল বললাম?

কুশলও গৌতমঃ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

আবীরঃ তোমাদেরও ধন্যবাদ।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home